# Polba Mahavidyalaya

## Field Report

## ONE DAY TRIP TO APICULTURE FARM IN NORTH 24 PARGANAS

by Sayani Das
Sem I

Shot on OnePlus
By Kousik Roy
11/28/23
1:26 PM

# মৌমাছি প্রতিপালন খামারে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়েছিল। গন্তব্যস্থল ছিল উত্তর ২৪ পরগনার হাঁড়াপুর নামক গ্রামের একটি মৌমাছি প্রতিপালন খামারে। 28th November 2023 আমরা সবাই সকাল 9:30 কলেজ প্রাঙ্গনে পৌঁছাই, কলেজের পক্ষ থেকে একটি গাড়ি ভাড়া করা হয় এবং সেই গাড়ি করে শিক্ষক - শিক্ষিকা এবং আমরা সবাই রওনা দিই, অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর গাড়িটি একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ায়, সেখানে সবাই ইচ্ছামতো চা, বিস্কুট, কেক, চিপস খেলাম, তারপর আবার যাত্রারম্ভ হল। আমরা সবাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, কারন এরকম কোনো মৌমাছি প্রতিপালন খামারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের কারোর ছিলনা, বেলঘরিয়া ব্রিজ পার করে কামরাপাড়া রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চলতে থাকে এবং বাইরের গ্রামীণ মনোরম পরিবেশ ধীরে ধীরে শহরের ধুলো ধোঁয়াই ভরা ব্যস্ততা - পূর্ণ পরিবেশে পরিবর্তন হতে থাকে। প্রায় 3 ঘন্টার দীর্ঘ সফর শেষ করে বেলা 1:30 নাগাদ আমরা উত্তর ২৪ পরগনার 1টি হাঁড়াপুর নামক গ্রামে পৌঁছাই,

প্রথমেই দেখতে পাই কয়েকশো বাক্স, সেই বাক্সের মধ্যে ইউরোপীয় মৌমাছিকে (Apis mallifera) আধুনিক ভাবে চাষ করা হয়, প্রত্যেকটি বক্সে একটি করে রানি মৌমাছি ছিল এবং সেখানে মোট 600টি মৌবক্স ছিল, একটি ধোঁয়ার যন্ত্রের সাহায্যে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছিল যাতে মৌমাছি না কামড়ায়, প্রতিটি মৌবক্স বিভিন্ন অংশে বিভেদিত ছিল, সবচেয়ে নীচে 4টি পায়াবিশিষ্ট স্ট্যান্ড, তার ওপরে ছিল চারকোনা কাঠের বটম বোর্ড, এর ওপরে থাকে ব্রুড প্রকোষ্ঠ। ব্রুড প্রকোষ্ঠের ওপরে এক বা একাধিক সাজানো প্রকোষ্ঠকে বলে সুপার, আমাদের মধ্যে কিছু জন সেই ফ্রেমগুলিকে হাতে নিয়ে

দেখেছিল। চারিদিকে মৌমাছির শব্দ, প্রথমে আমরা সবাই মৌমাছির কামড়ের ভয়ে কাছেও যায়নি। তারপর ধীরে ধীরে ভয় কমে এবং আমরা ভালোভাবে পুরুষ, শ্রমিক ও রানি মৌমাছিকে জানতে পারি। এছাড়াও ছোটো ছোটো সাদা বর্ণের মৌমাছির অনেক ডিম লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ মৌমাছির হুল না থাকায় সকলে তাকে হাতে করে ধরেছিল। আমরা সেই ফ্রেমগুলির মধ্যে মৌমাছির নিজস্ব তৈরী করা মৌচাক দেখতে পায়। মৌমাছিদের দিনে দুবার করে চিনির রস খেতে দেওয়া হয়।

আমরা মৌমাছির মধ্যে বিভিন্ন রোগ দেখতে পায় এবং তাদের প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা সেখানে একটি অদ্ভুত যন্ত্র লক্ষ্য করি, যা ছিল মধু নিষ্কাশন যন্ত্র। মৌবাক্সের ফ্রেমগুলিকে যন্ত্রের মধ্যে রেখে যন্ত্রটিকে ঘোরালে মধু একটি ট্যাঙ্কে জমা হয়। সেই মধুকে পরিশোধিত করে খাওয়ার যোগ্য করা হয়। মধু বিভিন্ন রকমের হতে পারে আমরা সেখানে সুন্দরবনের মধুর স্বাদগ্রহণ করি। সেখানে বিভিন্ন কাল, সেগুন গাছ এবং বিভিন্ন ফুলগাছের চাষ ছিল। ফলে চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত শান্ত ও মনোরম।

প্রথমবার আধুনিকভাবে মৌমাছির প্রতিপালন দেখে আমরা সবাই বেশ চমৎকৃত হই। তারপর আমরা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য সেখান থেকে রওনা দিই। 1টি রেস্তুরেন্টে গিয়ে আমরা সবাই স্যালাড ও চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার দিই, যা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু। অবশেষে আমরা বাড়ির পথে রওনা দিই। এভাবেই আমাদের একদিনের ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়। এটি থেকে আমাদের এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল।